মঞ্চ নাটকের মঞ্চ নেই

লিখেছেন i“ûj Zvcm

ঘটনা-১ : রাজধানীর নাটকপাড়া বেইলি রোড। বেইলি রোডের গাইড হাউস। এক সময় দর্শক আর নাট্যকর্মীদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে থাকত জায়গাটা। ২০০৩ সালে গাইড হাউস কর্তৃপক্ষ হল সংস্কারের নাম করে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেন নাট্যমঞ্চ। এরপর থেকেই তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে হলটি। নাট্যকর্মীদের বারবার তাগিদ সত্ত্বেও অবস্থা তথৈবচ। অবশ্য গাইড হাউস মিলনায়তন বন্ধ থাকলেও নাট্যদর্শক আর নাট্যকর্মীরা এখনও আড্ডা জমান এর সামনে।

ঘটনা-২ : রাজধানীর বাইরে যে সব শহরে মঞ্চ নাটক চর্চা বা নিয়মিত নাটক প্রদর্শিত হয় এর মধ্যে একধাপ এগিয়ে আছে বরিশাল। বরিশালের অশ্বিনী কুমার টাউন হলে প্রথম দর্শনীর বিনিময়ে নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯২০ সালে অশ্বিনী কুমার টাউন হল প্রতিষ্ঠিত। হলটি এখন জনাজীর্ণ অবস্থায় পতিত। তারপরও এখানে বরিশালের নাট্যদলগুলো নিয়মিত নাটক করত। কিন্তু বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে হলটি ব্যবহৃত হচ্ছে রাজনৈতিক দলের নানা অনুষ্ঠানে। ফলে নাটক প্রদর্শনীর সুযোগ পাচ্ছে না নাট্যদলগুলো। একসময় ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে থাকলেও হলটির কর্তৃত্ব দখল বহুদিন আগেই চলে গেছে বরিশালের সিটি কর্পোরেশনের হাতে। তারা এখন হলটি সংস্কারের কথা ভুলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কেট তৈরির । এতে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে বরিশালের নাট্যচর্চা।

গাইড হাউস বন্ধ বা অশ্বিনী কুমার হলে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের জন্য নিয়মিত আয়োজন। এভাবে মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে প্রতিবন্ধকতা। রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রাম ছাড়া আর কোথাও তেমন নাট্যমঞ্চ নেই বললেই চলে। যে সব জেলা শহরে সরকারি বা পৌর মিলনায়তনে মাঝে মাঝে স্থানীয় দলগুলো নাটক করত, সেগুলোতে প্রাধান্য পাচ্ছে রাজনৈতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও সেগুলি পুরনো জরাকীর্ণ মঞ্চ মিলনায়তন সংস্কারের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এভাবে তৈরি হচ্ছে কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা। ইদানীং যুক্ত হয়েছে ফতোয়াবাজি। যারা নাটক করবে তারা ঈদের জামাতে অংশ নিতে পারবে না- যদি তওবা করে আর কোনদিন নাটক করবে না, তাহলেই শরিক হতে পারবে জামাতে- এমন ফতোয়ার শিকার হতে হচ্ছে নাট্যকর্মীদের। চলতি বছরে ঈদের সময় কিশোরগঞ্জের কোমলগঞ্জের ঈদের জামাতে এমন এক ফতোয়া জারি করা হয়েছিল। ফতোয়াবাজি অতীতেও ছিল। কিন্তু সেগুলো উপেক্ষিত করে এতোকাল চলেছে নাট্যচর্চা। এখন যেন রাষ্ট্রীয় মদদ যুক্ত হয়েছে ফতোয়াবাজিতে।

অনেক প্রবীণ নাট্যব্যক্তিত্ব জানালেন, সরকার ভালো করেই জানে মঞ্চ নাটকের মাধ্যমে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্রের চালচিত্র সরাসরি উপস্থাপন করা হয় দর্শকের সামনে। আর এসব চালচিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টি করাও দ্রুত সম্ভব। যেমনটি ঘটেছিল '৯০ সালে স্বৈরশাসক এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে। এসব কারণেই কোনো সরকারই চায় না মঞ্চ নাটকের বিকাশ হোক, জোট সরকারতো নয়ই।

এ দেশের মঞ্চ নাটক : পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে মঞ্চ নাটক চর্চা হতো সীমিত গন্ডিতে । সে সময় মঞ্চ নাটকের চর্চা ছিল পাড়া, মহল্লা এবং অফিসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধ বিজয়ী কিছু তরুণের উদ্যোগে ঢাকায় মঞ্চ নাটকের নিয়মিত চর্চা শুরু হয়। আর এসময়ই মঞ্চ নাটক পাড়া বা মহল্লা অথবা অফিস পাড়া থেকে বের হয়ে আসে বড় পরিসরে। মঞ্চ নাটকের তরুণ তুর্কীরা শিল্প ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার প্রত্যয় নিয়েই নাটক মঞ্চায়ন শুরু করে। তবে দর্শনীর বিনিময়ে মঞ্চ নাটক প্রথম মঞ্চায়ন করে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় '৭২ সালে। প্রায় একই সময়ে মঞ্চ

MvBW nvDm GLb Zvjve×| Zel `kKiv Q‡U Av‡mb gvqvi Uv‡b

নাটককে দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে এগিয়ে আসে ঢাকা থিয়েটার। মূলত ১৯৭২-৭৫ সময়কালে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সামাজিক ক্ষরণগুলো ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মঞ্চ নাটককে বিকশিত হতে প্রেরণা যোগায়। বিশেষত মধ্যবিত্ত মানুষ বিনোদনের জন্য ভিড় জমাতে শুরু করেন মঞ্চ নাটকে। দর্শকের হৃদয় স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মৌলিক শিল্প মাধ্যমগুলোর মধ্যে অন্যতম স্থান করে নেয় মঞ্চ নাটক। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলেও মঞ্চ নাটকের আবেদন ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। সে

সময় ঢাকায় হল বলতে ছিল বেইলি রোডের মহিলা সমিতি। ফলে বেইলি রোডও পরিচিত লাভ করে নাট্যপাড়া হিসেবে। মঞ্চ নাটকের জনপ্রিয়তার কারণে বেইলি রোডে ১৯৮২ সালে প্রদর্শনীর জন্য আত্মপ্রকাশ ঘটে আরেকটি হল গাইড হাউসের। হল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যদল বৃদ্ধি পায়। বড় নাটক দল থেকে বেরিয়ে এসে অনেকেই গঠন করে নতুন দল। বর্তমানে নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়, থিয়েটার, ঢাকা থিয়েটার, আরণ্যক, ঢাকা পদাতিক, থিয়েটার আর্ট ইউনিট, প্রাচ্যনাটসহ সারা দেশে মোট নাট্যদলের সংখ্যা ৩০০-র বেশি। তবে নিয়মিত নাট্যচর্চা করছে ২৫০টি নাট্যদল। নাট্যদলগুলোর বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এবং মঞ্চ নাটকের কল্যাণে ১৯৮০ সালে গঠিত হয় বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন। ফেডারেশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নাট্যোৎসব আয়োজন ছাড়াও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে কাজ করছে। বিভিন্ন সময় সমালোচিতও হয়েছে নানা কারণে।

নাট্যমঞ্চ বন্ধ অতঃপর... : মঞ্চ নাটকের উপযোগী পূর্ণাঙ্গ নাট্যমঞ্চ নির্মাণের দাবি ছিল নাট্যকর্মীদের দীর্ঘ দিনের। মহানগর নাট্যমঞ্চের কাজ শুরুর পর তারা আশাবাদী হলেও বাস্তবে তা হয়নি। একদিকে রয়েছে মঞ্চের উচ্চতা, শব্দ নিয়ন্ত্রণ আলো ও আয়তন সমস্যা, অন্যদিকে রয়েছে পরিবেশ সমস্যা। 'গুলিস্তান থেকে নাটক দেখে রাতে বাড়িতে ফেরার পথেই ছিনতাইকারী ধরে' বললেন রফিক নামের এক দর্শক। তিনি আরো জানালেন, এই জায়গায় কেউ নাটক দেখতে আসবে না। মেয়েরা তো নয়ই। নাটকের জন্য ভালো জায়গা বেইলি রোড। অথচ সেখানকার গাইড হাউস বন্ধ।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায় মহানগর নাট্যমঞ্চ এখন ব্যবহৃত হচ্ছে প্যাকেজ নাটকের শুটিং-এ। হচ্ছে রাজনৈতিক অনুষ্ঠানও। এছাড়াও এক্সপেরিমেন্টাল হল এবং জাতীয় নাট্যশালা নিয়ে আশা ছিল নাট্যকর্মীদের। এখানে বুকিং পেতে সমস্যা হচ্ছে, ভাড়াও বেশি। আবার দশদিনের বেশি একটানা অনুষ্ঠানের জন্য হল ভাড়া পাওয়া যায় না। এসব মঞ্চের আঙ্গিকগত সমস্যাতো রয়েইছে।

শিল্পকলা একাডেমীর নাট্য বিভাগের পরিচালক মনিরুজ্জামান মনির সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন 'এক্সপেরিমেন্টাল হলের জন্য দৈনিক ৩ হাজার টাকা। এবং জাতীয় নাট্যশালার জন্য দৈনিক সাড়ে ৭ হাজার টাকা ভাড়া ধার্য করা হয়েছে। জাতীয় নাট্যশালার এতো বড় হলের ভর্তুকিসহ খরচ বেশি হয়। তাই এই ভাড়া কমানো সম্ভব নয়। বরং ভাড়া বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। একটা দলকে যদি বেশি সময় দেই, অন্যদল কি করবে? যার জন্য ১০ দিনের বেশি কোন দলকে একটানা অনুমতি দেয়া হয় না'।

অন্যদিকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা গেছে বেইলি রোডের গাইড হাউস ভেঙে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন নির্মানের। প্রস্তাবিত এই ভবনের নিচে হবে মার্কেট আর ওপরে হবে বাণিজ্যিক অফিস। এ বিষয়ে জানতে গাইড হাউসের জেনারেল সেক্রেটারি রওশনরা বেগমের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে দারোয়ান প্রতিবেদনকে ভেতরে যাওয়া যাবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। এরপর গাইড হাউসের ৮৩১৫৫০১ এই নম্বরে তিনদিন বেশ কয়েকবার ফোন করে জেনারেল সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করা হয়। এর জবাবে জানানো হয় তিনি অফিসে নেই। তার মোবাইল ও বাড়ির ফোন নাম্বার চাইলেও ফোনে জানানো হয় তার বাড়ি ও মোবাইল ফোনের নম্বর নেই।

গাইড হাউসের মতো বরিশাল অশ্বিনী কুমার টাউন হল ভেঙেও সিটি কর্পোরেশন মার্কেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা যায়। এই হল গড়ে ওঠে ১৯২০ সালে। হল নির্মাণের জন্য একে ফজলুল হক, অশ্বিনী কুমার, হরনাথ ঘোষ ও তারিনী কুমার দত্ত ৪ হাজার টাকা দিয়ে জনৈক কেদার নাথ বসুর কাছ থেকে জমি ক্রয় করেন। পরে জনসাধারণের চাঁদায় হলটি গড়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে হলের ট্রাস্টি দলিল হয়। ৬১ জন সদস্য নিয়ে ট্রাস্টি কমিটি গঠিত হয়। এর মধ্যে ১১ জনকে নিয়ে ট্রাস্টির কার্যনির্বাহী পরিষদকে হল পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে বাস্তবতা হলো ট্রাস্টি দলিল অনুযায়ী

'সংস্কৃতি চর্চার স্থানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে'

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু
সভাপতি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট

সাপ্তাহিক ২০০০ : জানা গেছে গাইড হাউস ভেঙে বাণিজ্যিক ভবন করা হবে। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কিছু বলুন...

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু : এই সিদ্ধান্তটিতে আমরা অবাক হয়েছি। বিশ্বের কোথাও থিয়েটার হল ভেঙে বাণিজ্যিক ভবন করার ঘটনা শোনা যায়নি। গাইড হাউস সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, যেখানে আমাদের মেয়েরা সেবামূলক অনেক কিছুই শিখতে পারছে। এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে চললে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। তবে আমরা বাণিজ্যিক ভবনের বিপক্ষে, গাইড হাউস চলে সরকারি সহযোগিতায়। সবাইকে কি বাণিজ্যমুখী হতে হবে! বিষয়টি তো এমন নয়। মসজিদের কথাই ধরুন। মসজিদের উন্নয়নের জন্য কি আমরা চাঁদা দিচ্ছি না! কিন্তু মসজিদ কি কখনো ভেঙে বাণিজ্যিক ভবন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে? তাহলে আমাদের সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম স্থান গাইড হাউস ভেঙে কেন বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে? আমাদের সংস্কৃতি চর্চার স্থান রক্ষা করার কোনো প্রয়োজনীয়তা কি নেই! আমাদের মনে রাখতে হবে সংস্কৃতি চর্চার স্থানগুলোকে পরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে আগামীতে দেশকে মৌলবাদী রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে।

২০০০ : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অডিটোরিয়ামগুলো এখন ব্যবহৃত হচ্ছে নিয়মিত রাজনৈতিক অনুষ্ঠানের কাজে। যার জন্য নাট্যদলগুলো নাটক প্রদর্শনী থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, বিষয়টি কিভাবে দেখছেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু : যেসব অডিটোরিয়ামে নিয়মিত নাটক মঞ্চায়ন হতো, এখন তা রাজনৈতিক দলের অনুষ্ঠানের নামে ব্যবহৃত হচ্ছে- এটা একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা। আমাদের দেশের সংস্কৃতি চর্চাকে এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে অসাম্প্রদায়িক সাংস্কৃতিক ধারা প্রবহমান রয়েছে, তার সংস্কৃতি যেন চর্চা করা না যায় সেই প্রচেষ্টায় মৌলবাদী, সরকার ও প্রশাসনের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফসল আজকের এ অবস্থা। দেশে যে অসাম্প্রদায়িক মাটির সংস্কৃতি রয়েছে এর সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের যেন কোনোরূপ যোগাযোগ না থাকে। ওরা যেন ঐতিহ্যহীন, গৌরবহীন, অহঙ্কারহীন প্রজন্ম হয় এটাই অনেকে চায়। তাহলে ধর্মীয় মৌলবাদ সহজেই তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া সম্ভব। ওরা জানে সংস্কৃতিবান মানুষ সবসময় চেষ্টা করে যে কোনো কিছু গ্রহণ করার আগে চোখ বন্ধ নয়, খোলা রেখে গ্রহণ করতে। সংস্কৃতি সব সময় চোখ খোলা রাখে বলেই সংস্কৃতি ওদের মূল টার্গেট। ওরা চায় এ প্রজন্ম চোখ বন্ধ করেই গ্রহণ করুক। আমি মনে করি নিয়মিত নাটক মঞ্চায়নের দাবিতে সমস্ত সংস্কৃতি কর্মীদের এক হয়ে আন্দোলনে যাওয়া উচিত।

২০০০ : বিভিন্ন এনজিওর ফরমায়েশি নাটকের মাধ্যমে মূল নির্যাস থেকে বঞ্চিত করছে দর্শককে। অভিযোগটি কিভাবে দেখবেন?

নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু : সারা বিশ্বেই কিন্তু সমাজের উন্নয়নের সচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যবহার করা হচ্ছে মঞ্চ নাটককে। প্রশ্ন হচ্ছে, এনজিওরা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে মঞ্চ নাটককে ব্যবহার করছে কিনা সেটা দেখতে হবে। এ ধরনের অভিনয় যদি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে এটা আত্মঘাতি হবে বলে আমার ধারণা এবং হয়েছেও।

পরবর্তী সময় কার্যনির্বাহী পরিষদ হল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে কখনই যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। '৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খানের সামরিক আইন জারির পর বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের (পৌরসভা)তদানীন্তন জেলা প্রশাসক হলের নিয়ন্ত্রণভার রাতারাতি বদল করে নেন।

সে থেকে হল আজও সিটি কর্পোরেশনের দখলে। স্বাধীনতার পর অবশ্য ট্রাস্টি বোর্ড কমিটি হলের দায়িত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। অথচ ঐতিহ্যবাহী এই হল ভেঙে মার্কেটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি কর্পোরেশন। এ ব্যাপারে বরিশাল সাংস্কৃতিক সংগঠন সমন্বয় পরিষদের সভাপতি সৈয়দ দুলালের সঙ্গে কথা হলে তিনি বলেন, ' সিটি কর্পোরেশন অশ্বিনী কুমার টাউন হল ভেঙে মার্কেট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। এতোদিনের ঐতিহ্য নষ্ট করে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেবে তা আমরা মেনে নিতে পারি না। কর্তৃপক্ষ আমাদের সংস্কৃতি কর্মীদের বলেছে নিচে মার্কেট হবে, তবে ওপরে হল করে দেবে। নিচে মার্কেট আর ওপরে হল এতে নাটক করার পরিবেশ থাকবে না। আমরা অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সংস্কার চাই। মার্কেটের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে গেলে আন্দোলনে নামবো।'

সমস্যা রয়ে গেছে আরো : স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে যত দ্রুত মঞ্চ নাটক এগিয়েছিল তা আবার নানা সমস্যার কারণে থমকে গেছে। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে নাট্যদলগুলোর সরকারি অনুদান না পাওয়া। নেই নিয়মিত মহড়াকক্ষ। যার কারণে আজ এখানে কাল ওখানে চলছে নাটকের মহড়া। আজ পর্যন্ত নাটকের জন্য হয়নি একটি আর্কাইভ, এমনকি স্থাপন হয়নি থিয়েটার ইনস্টিটিউট। এসব ছাড়াও চলছে শিল্পী সংকট এর পাশাপাশি ¯úÝi সমস্যা রয়ে গেছে। মঞ্চ নাটকে পেশাদারিত্ব গড়ে না ওঠার কারণে বাণিজ্যিকভিত্তিক শিল্প মাধ্যমগুলোতে কাজ করছে অভিনয় শিল্পীরা। আর এতে মঞ্চের দিকে ফিরে তাকাবার সময় নেই তাদের আর। অথচ এই মঞ্চ উপহার দিয়েছিল আসাদুজ্জামান নূর, হুমায়ূন ফরীদি, আফজাল হোসেন, সুবর্ণা মুস্তাফা, আফসানা মিমি, শমী কায়সার, বিপাশা হায়াতের মতো অভিনয় শিল্পী। আজ নাটক হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তৈরি হচ্ছে না অভিনয় শিল্পী। এক সময় মঞ্চের নাটক লিখেছেন সৈয়দ শামসুল হক, আব্দুল্লাহ আল মামুন, সেলিম আল দীন, আসকার ইবনে শাইখ, জিয়া হায়দার এমন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। এখন সেলিম আল দীন ছাড়া বাকিরা কেউ মঞ্চ নাটক লিখেছেন না। নতুন বা তরুণ যারা লিখছেন তাদের মধ্যে বাজার চলতি লেখার প্রতিই আগ্রহ বেশি। যার কারণে ভালো পান্ডুলিপির অভাব রয়েই গেছে।

A\kbx Kgvi U\Db nj GLb e¨eüZ n‡"Q i\R\bwZK Abôv‡b

বর্তমানে অনুবাদকৃত নাটক মঞ্চায়নের সংখ্যা বেশি। অনুবাদ নাটকের মঞ্চায়ন অবশ্যই আমাদের নাট্য সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবে কিন্তু তা আমাদের মৌলিক নাটকের তৃষ্ণা পূরণ করতে সচেষ্ট হবে না পুরোপুরি। ঢাকা থিয়েটার, নাগরিক নাট্য সম্প্রদায় এসব দলগুলো মৌলিক এবং নিরীক্ষাধর্মী শেকড় সন্ধানী পান্ডুলিপি নিয়ে কাজ করলেও বেশিরভাগ নাট্যদল অনুবাদ বা সস্তা নাটক নিয়ে ব্যস্ত। এ সমস্যা ছাড়াও আকাশ সংস্কৃতির আগ্রাসন এবং বাণিজ্যিকভিত্তিক বিনোদনের কারণে দর্শক হারাচ্ছে মঞ্চ নাটক। সরকারের বিমাতাসুলভ আচরণও ক্ষতি বয়ে আনছে মঞ্চ নাটকে। ফতোয়াবাজির কারণে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়ছে নাট্যচর্চা নিয়ে। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা মঞ্চকে যেমন আক্রান্ত করছে, তেমনি আবার রয়েছে মঞ্চের রাজনীতি। গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনভিত্তিক দলীয় কোন্দলও দেশের প্রচলিত রাজনীতির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এখানেও চলে টাকার খেলা। ফেডারেশন পদের ওপর নির্ভর করে বিদেশ যাওয়া, এনজিও তহবিল পাওয়াসহ নানা সুবিধা। এসব হাতছানিই মঞ্চের মতো প্রগতিশীল শিল্প মাধ্যমের চলার গতিতে স্তিমিত করে দিচ্ছে। এ ছাড়াও কাকে কবে হল দেয়া হবে, কোন দলকে ফেডারেশনভুক্ত করা হবে, কোন দলকে অনুদান দেয়া হবে, এসব নিয়ে চলে রাজনীতি।

ছবি : **সালাহ উদ্দিন টিটু**

'রক্তের বিনিময়ে হলেও গাইড হাউস আমরা রক্ষা করব'

লিয়াকত আলী লাকী

সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন

সাপ্তাহিক ২০০০ : বর্তমানে মঞ্চ নাটকের অবস্থা কি?

লিয়াকত আলী লাকী : আমি তো বলবো বর্তমানে মঞ্চ নাটকের অবস্থা ভালোই। কারণ, মাঠ ছাড়া খেলাধুলা করে দলকে এগিয়ে নেয়া। তাও আবার শুধু দেশের মধ্যেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। এক কথায় মঞ্চ ছাড়াই মঞ্চ নাটকের অর্জন। আমাদের দেশের মঞ্চ নাটকের যে মঞ্চ ছিল তার মধ্যে মহিলা সমিতি সেমিনার কক্ষ, গাইড হাউস গুদাম ঘর। আর রাজধানীর বাইরে মঞ্চ তৈরি করে নাটকের প্রদর্শনী করা। এখন যদিও আমরা এক্সপেরিমেন্টাল হল ও জাতীয় নাট্যশালা পেয়েছি তারপরেও? এই হল দুটি ব্যয়বহুল। নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এতোগুলো দল নিয়মিত নাটক করছে এটা কিন্তু কম নয়। আমাদের শিশু নাটক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। আজকে আমরা তিনটি আন্তর্জাতিক ফোরামের সদস্যপদ অর্জন করেছি। ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ইনস্টিটিউট (আইটিআই), ইন্টারন্যাশনাল অ্যামেচার থিয়েটার এসোসিয়েশন (আইএটিএ) এসোসিয়েশন ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়োথ (এএসএসআইটিজে)। আমাদের প্রায় অর্ধশত নাট্যদল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগদান করেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মঞ্চ নাটকের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। এখানে গ্রিক নাটক থেকে শুরু করে ইউরোপিয়ান, এছাড়াও বাংলা নাটকের বিশাল অগ্রগতি হয়েছে। এমন কি শিশু নাটকের ক্ষেত্রে তাই। আমাদের দেশে ননভারবাল থিয়েটার, মাইম, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার, বিকল্প ও লোকজ নাট্য হয়। এ সব কিছুই প্রমাণ করে শিল্পের অন্যান্য শাখার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় মঞ্চ।

২০০০ : জানা গেছে, ঐতিহ্যবাহী গাইড হাউস ভেঙে বাণিজ্যিক ভবন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত যদি বাস্তবায়িত হয় তবে আপনারা কি উদ্যোগ নেবেন?

লিয়াকত আলী লাকী : গাইড হাউস, মহিলা সমিতি আমাদের নাট্যকর্মীদের আবেগের সঙ্গে, রক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত। এমনকি আমাদের মঞ্চ নাটকের বিকাশের সঙ্গে জড়িত। যেকোনো মূল্যে আমরা গাইড হাউস ও মহিলা সমিতিতে নাটক মঞ্চায়ন করবো। এর বিরুদ্ধে যতো রকম ষড়যন্ত্র আছে আমরা মোকাবেলা করবো। গাইড হাউস সংস্কারের নামে বন্ধ করে দিয়েছিল। আমাদের বলা হয়েছিল সেখানে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও আধুনিক করা হবে। এমনকি উপরে স্টুডিও থিয়েটার, এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটার হবে। এরপর যদি তারা অন্য কিছু চিন্তাভাবনা করে তাহলে শুধু নাট্যকর্মী নয়, সাধারণ জনগণ এটা মেনে নেবে না। সবাই মিলেই প্রতিহত করবে। সমস্ত নাট্যকর্মীদের রক্তের বিনিময়ে হলেও গাইড হাউস আমরা রক্ষা করবো। আমরা এটাকে নাট্যমঞ্চ করেই ছাড়বো।